আজকের কাগজ

তারিখ ... 06 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

11

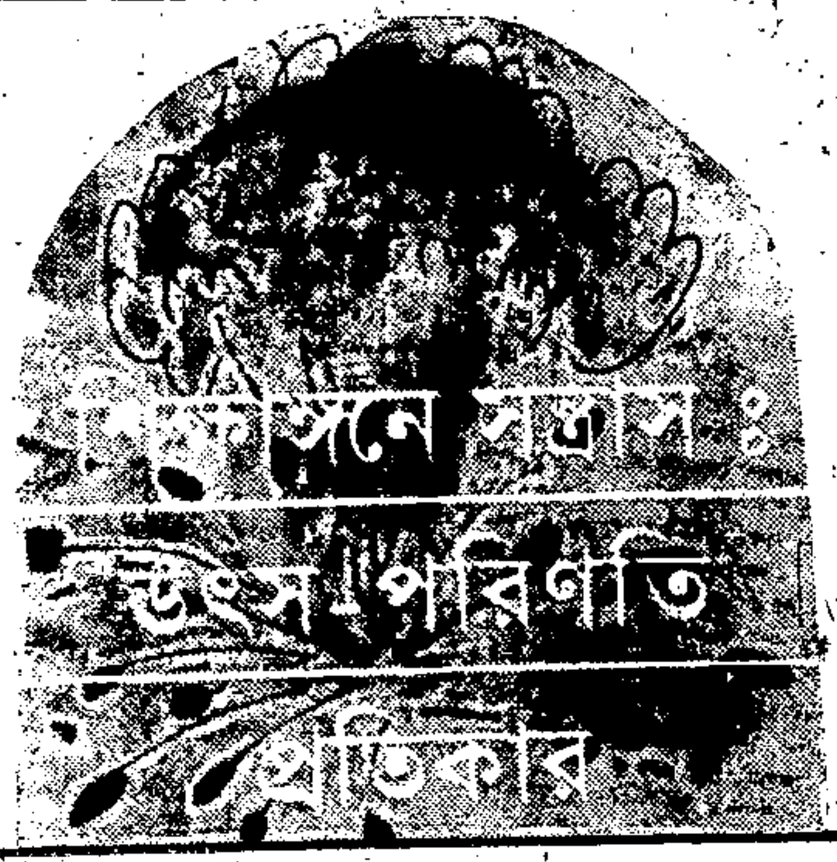

সন্ত্রাস উৎস পরিণতি প্রতিকার

সৈয়দ কামরুল আহ্সান

পূর্ব প্রকাশের পর

এই হত্যাকান্ডের বিচার রাজনৈতিকভাবে না হওয়ার কারণে সামরিক সন্ত্রাসবাদ আজো বর্তমান। সভ্যতার বর্তমান সীমান্তে দাঁড়িয়ে দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করছি হত্যাকারী সন্ত্রাসীদেরকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং নানাভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে, সন্ত্রাসীদেরকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে, উৎসাহিত করা হয়েছে।

এই সামরিক সন্ত্রাসের পক্ষে বিপক্ষে জড়িত হবার কারণে সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিবর্গ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ক্ষমতা দখলের জন্য উচ্চাভিলাষী সামরিক ব্যক্তিবৃন্দ সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে নোংরা রাজনীতির জন্ম দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময়ে সামরিক ব্যক্তিরা সামরিক আদালতে বিচার, বিনা বিচারে কিংবা বিচার প্রহসনের মাধ্যমে নানা দোষে অভিযুক্ত হয়েছেন, যার পরিণতিতে প্রকাশ্যে কিংবা জনতার অজ্ঞাত আড়ালে নিহত ও চাকরিচ্যুত হয়েছেন।

এরকম রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ১৯৭১ সালে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছিলেন তাঁদেরকে দেশ ও জাতি অপ্রত্যাশিত হত্যা ষড়যন্ত্রে হারিয়েছেন। সামরিক ব্যক্তিত্বকে আমরা দুঃখজনকভাবে নিহতের তালিকায় প্রত্যক্ষ করেছি।

সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে সৃষ্ট এই সকল হত্যাকেন্দ্রিক সন্ত্রাসে যাঁদের হারিয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, জেনারেল জিয়াউর রহমান, মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফ, মেজর জেনারেল মঞ্জুর, কর্নেল তাহের, কর্নেল শাফায়াত জামিল ছাড়া নাম না জানা অপ্রকাশিত ব্যক্তিবর্গকে। সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে আজো আমাদের কাছে অজানা রয়ে গেছে, বহু নাম না জানা অফিসার ও জোয়ানরাও এই সকল সামরিক সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন যা কখনই দেশবাসীর কাছে প্রত্যাশিত নয়। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় অবশ্য সেনাবাহিনী জনগণের বিপক্ষে দাঁড়ায়নি বরং সে সময় সেনাবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিলো। আমরা যারা দুঃশাসন আর সন্ত্রাস থেকে, সন্ত্রাসী জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাই তারা সেই সময়কার সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞ। সেই সময় সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেল নূরুদ্দিন।

ভিন্ন দিক থেকে প্রত্যক্ষ করছি এভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয়-এর মাধ্যমে সামরিক সন্ত্রাসবাদীরা রাজনৈতিকভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ আজো ঠিক রাখার জন্য কতকগুলো অসামরিক ব্যক্তি বেছে নিয়ে তাদের হাতে অবৈধ পথে অর্থ তুলে দিয়ে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সাথে নিয়োজিত।

১৯৯২ সাল পর্যন্ত আমি যখন ছাত্র ছিলাম এবং রাজনৈতিকভাবে নিজে ছাত্র রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলাম তখন দেখেছি স্বৈরাচারী এরশাদ যিনি মেজর জেনারেল থাকা অবস্থায় তৎকালীন বিএনপি সরকারকে ব্যর্থ সরকার হিসেবে চিহ্নিত করে আইন-শৃঙ্খলা ও জাতীয় জীবনে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ, দেশের শাসনভার সুকৌশলে গ্রহণ করেন। ১৯৮২ পরবর্তী সময়কালে রাজনৈতিক দল গঠন করেন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ নামে একটি ছাত্র সংগঠন তৈরি করেন, সেই সময় ছাত্র-জনতা কর্তৃক এই ছাত্র সংগঠন গ্রহণযোগ্য না হলেও বিভিন্ন সন্ত্রাসী এ্যাকশন-এর মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে কর্তৃত্ব গ্রহণের চেষ্টা করেন। নানাবিধ উপায়ে অর্থ ও প্রাচুর্যের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তরুণদেরকে সন্ত্রাসী ভূমিকায় ঠেলে দেন। পুলিশী দমননীতি ছাড়াও এই ছাত্র সংগঠনটির মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বৈরতান্ত্রিক সন্ত্রাসী অরাজকতা সৃষ্টি করেন। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট করা ও ছাত্র সমষ্টির প্রতিবাদী ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এই সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ছাত্রদের সুনাম নষ্ট ও ভ্রান্ত মূল্যায়ন করার মাধ্যমে বহু তরুণকে বিপথগামী হতে কখনো কখনো বাধ্য করেছিলেন।

১৯৯০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে যে সন্ত্রাস সমগ্র দেশকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিলো।

পরবর্তী কিস্তি ৯ এপ্রিল

সৈয়দ কামরুল আহ্সান : প্রাক্তন ভিপি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।